।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথৈকাদশোহধ্যায়ঃ ।।

পূর্ব অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখ্য মুখ্য বিভূতিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রস্তুত করেছেন; কিন্তু অর্জুন ভাবলেন যে, তাঁর এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে শোনা হয়ে গেছে, তাই তিনি বললেন যে, আপনার বাণী শ্রবণ করে আমার সকল মোহনাশ হয়েছে; কিন্তু আপনি যা' বললেন, তা' প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি। প্রত্যক্ষ দর্শন এবং শ্রবণের মধ্যে প্রভেদ আকাশ-পাতালের। সেই পথে চলে দেখবার পর বস্তুস্থিতি অন্যরকম হয়। অর্জুন ঐ রূপদর্শন করে কাঁপতে লাগলেন, ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন। জ্ঞানী কি কখনও ভয়ভীত হন? তাঁর কোন জিজ্ঞাসা কি বাকী থাকে? না, বৌদ্ধিক স্তরের অনুভব সর্বদা অস্পষ্ট হয়। হ্যাঁ, তা' সম্পূর্ণ জানার প্রেরণা অবশ্য প্রদান করে। সেইজন্য অর্জুন নিবেদন করলেন—

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম।।১।।

ভগবন্! আমার প্রতি অনুগ্রহ করে গোপনীয় অধ্যাত্মে প্রবেশপ্রদানকারী যে উপদেশ আপনি দান করলেন, তার দ্বারা আমার অজ্ঞান দূর হয়েছে। আমি এখন জ্ঞানী।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।।২।।

কারণ, হে কমলনেত্র! আমি ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় এবং আপনার অবিনাশী প্রভাব বিস্তৃতভাবেই আপনার কাছে শুনলাম।

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।৩।।

হে পরমেশ্বর! আপনি নিজেকে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা'তদ্রূপ, এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু একথা আমি কেবল শুনেছি। অতএব হে পুরুষোত্তম! সেই ঐশ্বর্যযুক্ত স্বরূপ আমি প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।।৪।।

হে প্রভো! আমার দ্বারা আপনার সেই রূপ দেখা সম্ভব, যদি এইরূপ আপনি বিবেচনা করেন, তাহলে যোগেশ্বর! আপনি আমাকে আপনার অবিনাশী স্বরূপের দর্শন করান। এতে যোগেশ্বর কোন প্রতিবাদ করলেন না; কারণ পূর্বেও তিনি বহুবার বলেছেন যে, তুমি আমার অনন্যভক্ত এবং প্রিয়সখা। অতএব বড় প্রসন্ন হয়ে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকট করলেন—

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।৫।।

পার্থ! শত শত এবং সহস্র সহস্র নানা প্রকার, নানা বর্ণ এবং নানা আকৃতি বিশিষ্ট আমার দিব্যস্বরূপ দর্শন কর।

পশ্যাদিত্যান্বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।

বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত।।৬।।

হে ভারত! অদিতির দ্বাদশপুত্র, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশ মরুৎ দর্শন কর এবং আরও বহু অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্যময়রূপ দর্শন কর।

ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।

মম দেহে গুডাকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।৭।।

অর্জুন! এখন আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যা' কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা' দর্শন কর।

এই প্রকার তিনটি শ্লোকে ভগবান্ একনাগাড়ে দর্শন করিয়ে গেছেন কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পেলেন না, অতএব এইরূপ দেখাতে দেখাতে ভগবান্ হঠাৎ থেমে গেলেন ও বললেন–

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।৮।।

অর্জুন! তুমি তোমার নিজের চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ বৌদ্ধিক দৃষ্টিদ্বারা আমাকে দর্শন করতে সমর্থ হবে না সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক দৃষ্টি প্রদান করছি, যার সাহায্যে আমার প্রভাব এবং যোগশক্তি দর্শন কর।

এদিকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-প্রসাদে অর্জুন সেই দৃষ্টিলাভ করলেন এবং দর্শন করলেন, উদিকে সেই দৃষ্টিই যোগেশ্বর ব্যাসের কৃপা-প্রসাদে সঞ্জয় লাভ করেছিলেন। যা' কিছু অর্জুন দর্শন করেছিলেন, সঞ্জয়ও তাই দর্শন করেছিলেন এবং তার প্রভাবে নিজেকে কল্যাণের অংশীদার করেছিলেন। স্পষ্ট হল যে শ্রীকৃষ্ণ যোগীর সমকক্ষ।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।।৯।।

সঞ্জয় বললেন– হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলে পার্থকে নিজের পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দিব্যস্বরূপ দেখালেন। যিনি স্বয়ং যোগী এবং অন্যকেও যোগপ্রদান করার ক্ষমতা যাঁর মধ্যে রয়েছে, যিনি যোগের স্বামী, তাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়। এইরূপ হরি সর্বস্বের হরণ করেন। যদি সুখ বাদ দিয়ে কেবল দুঃখ হরণ করেন তাহলে পরে দুঃখ আসবে। অতএব সমস্ত পাপনাশ করে, সর্বস্ব হরণ করে, নিজের স্বরূপ প্রদান করতে যিনি সক্ষম, তিনিই হরি। তিনি পার্থকে নিজের দিব্যস্বরূপ দেখালেন। সম্মুখে তো দাঁড়িয়ে ছিলেনই।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।১০।।

অনেক মুখ এবং অনেক নেত্রযুক্ত, অনেক অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট, অনেক দিব্য ভূষণযুক্ত এবং অনেক উদ্যত দিব্য আয়ুধে সজ্জিত এবং–

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।

সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।।১১।।

দিব্যমাল্য এবং বস্ত্রে ভূষিত, দিব্যগন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত, সর্বপ্রকার আশ্চর্যেযুক্ত অসীম বিরাট স্বরূপ পরমদেবকে দৃষ্টিলাভ করার পর অর্জুন দেখলেন।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১২।।

(অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র, সংযমরূপ সঞ্জয়–যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সঞ্জয় বললেন– হে রাজন্! আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের উদয় হলে যত প্রকাশ হয়, সেই প্রকাশও ঐ মহাত্মার প্রকাশের সদৃশ কদাচিৎ হতে পারে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা, যোগেশ্বর ছিলেন।

তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।

অপশ্যেদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।।১৩।।

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন (পুণ্যই পাণ্ডু, পুণ্য অনুরাগ উৎপন্ন করে) তখন সেই পরমদেবের দেহে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্র স্থিত দেখলেন।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।।১৪।।

তদনন্তর আশ্চর্যান্বিত, রোমাঞ্চিত অর্জুন পরমাত্মাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে (পূর্বেও প্রণাম করতেন; কিন্তু প্রভাব দর্শন করে সাদরে প্রণাম করে) করজোড়ে বললেন। এখানে অর্জুন আন্তরিকভাবে অন্তঃকরণ থেকে প্রণাম করলেন এবং বললেন–

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।।১৫।।

হে দেব ! আপনার দেহে আমি সমস্ত দেবতা এবং বহুভূতের সমুদায়, পদ্মের আসনে অবস্থিত ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিগণ এবং দিব্য সর্পসমূহ দেখছি। এটা প্রত্যক্ষ দর্শন ছিল, নিছক কল্পনা নয়; কিন্তু তখনই এরূপ সম্ভব হয় যখন যোগেশ্বর, পূর্ণত্বপ্রাপ্ত মহাপুরুষ আন্তরিক দৃষ্টি প্রদান করেন। এটা সাধনগম্য।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১৬।।

বিশ্বের স্বামী ! সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট আপনার অনন্তরূপ আমি দেখছি। হে বিশ্বরূপ ! আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখছি না অর্থাৎ আপনার আদি, মধ্য ও অন্তের নির্ণয় করতে অক্ষম।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।।১৭।।

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অর্থাৎ যাঁর দর্শন দুর্লভ এবং বুদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রহণ করা অসম্ভব অপ্রমেয় স্বরূপ আপনাকে আমি সর্বত্র দেখছি। এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে দর্শন করে অর্জুন তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮।।

ভগবন্! আপনি পরম অক্ষয় অর্থাৎ অক্ষয পরমাত্মা এবং জানবার যোগ্য। আপনি জগতের পরম আশ্রয়, আপনি শাশ্বত ধর্মের রক্ষক এবং আপনি অবিনাশী সনাতন পুরুষ– এই আমার অভিমত। আত্মার স্বরূপ কি? শাশ্বত, সনাতন, অব্যক্ত, অবিনাশী। এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি? সেই শাশ্বত, সনাতন, অব্যক্ত, অবিনাশী অর্থাৎ প্রাপ্তির পর মহাপুরুষও সেই আত্মভাবে স্থিত হন। তাই ভগবান এবং আত্মা একই লক্ষণযুক্ত।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।।১৯।।

হে পরমাত্মন্! আমি দেখছি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই, অনন্ত শক্তিশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট (পূর্বে সহস্র সহস্র ছিল, এখন অনন্ত হয়েছে), চন্দ্র ও সূর্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট (তাহলে তো ভগবান্ অন্ধ হলেন। একটা চোখ চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ প্রকাশযুক্ত এবং অন্যটা সূর্যের ন্যায় সতেজ, না। সূর্যের মত প্রকাশ এবং চন্দ্রের মত শীতলতা প্রদান করার গুণ একমাত্র ভগবানে রয়েছে। শশি এবং সূর্য প্রতীক মাত্র। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের দৃষ্টিযুক্ত), আপনার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ এবং আপনি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছেন।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।।২০।।

হে মহাত্মন্! অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ আকাশ এবং সমস্ত দিক্ একমাত্র আপনার দ্বারাই পরিপূর্ণ। আপনার এই অলৌকিক, উগ্ররূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ব্যথিত।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।।২১।।

ঐ দেবতাগণের সমূহ আপনাতেই প্রবেশ করছেন এবং কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে আপনার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্তুতিবাক্য অর্থাৎ কল্যাণ হোক, এইরূপ বলে সমস্ত স্তোত্রদ্বারা আপনার স্তব করছেন।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে।।২২।।

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমার, বায়ুদেব ও **'উষ্মপাঃ'**- ঈশ্বরীয় উষ্মা গ্রহীতা এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে আপনার দর্শন করছেন। দর্শন করেও তাঁরা বুঝতে অসমর্থ, কারণ তাঁদের কাছে সেই দৃষ্টি নেই। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলেছিলেন; যাদের আসুরী স্বভাব সেই ব্যক্তিগণ আমাকে তুচ্ছ বলে সম্বোধন করে, সামান্য ব্যক্তি মনে করে, যদিও আমি পরমভাব, পরমেশ্বররূপে স্থিত। যদিও এখন মনুষ্যদেহ ধারণ করেছি। সেই সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে যে তাঁরা বিস্মিত হয়ে দর্শন করছেন, যাথার্থ্য বুঝতে তাঁরা অক্ষম।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্।।২৩।।

মহাবাহো! (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়েই মহাবাহু। প্রকৃতির অতীত মহান্ সত্তার মধ্যে যাঁর কার্যক্ষেত্র, তিনি মহাবাহু। শ্রীকৃষ্ণ মহানতার ক্ষেত্রে পূর্ণ, অধিকতম সীমাতে স্থিত। অর্জুন তারই প্রবেশিকাতে, এখনও পথিক। গন্তব্যস্থল মার্গের আরেকটি প্রান্তকেই বলে।) মহাবাহু যোগেশ্বর! আপনার বহু মুখ, বহু চক্ষু, বাহু-উরু-চরণ ও বহু উদর বিশিষ্ট এবং অসংখ্য বৃহৎ দন্তদ্বারা ভীসণীকৃত বিরাটরূপ দেখে সকলেই ব্যাকুল হচ্ছেন এবং আমিও ব্যাকুল হয়েছি। এখন অর্জুনের ভয় হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এত মহান্।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো।।২৪।।

বিশ্বে সর্বত্র অণুরূপে ব্যাপ্ত হে বিষ্ণু! আকাশস্পর্শী, তেজোময়, নানারূপযুক্ত, বিস্তারিত মুখ এবং প্রকাশমান বিশাল চক্ষুযুক্ত আপনাকে দেখে বিশেষরূপে ভযভীত অন্তঃকরণযুক্ত আমি ধৈর্য ও মনের সমাধানরূপ শান্তি পাচ্ছি না।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫।।

আপনার ভযংকর দাঢ়াযুক্ত (দংষ্ট্রাকরাল) এবং কালাগ্নি (কালের জন্যও অগ্নিস্বরূপ পরমাত্মা) তুল্য প্রজ্বলিত মুখসকল দেখে আমি দিগ্ভ্রম হচ্ছে। চারিদিকে প্রকাশ দেখে দিগ্ভ্রম হয়েছি। আপনার এইরূপ দেখে আমাকে সুখও মিলছে না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হোন।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।।২৬।।

সেই সব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ রাজন্যবর্গসহ আপনাতে মধ্যে প্রবেশ করছেন। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কর্ণ (যা'র থেকে অর্জুন ভযভীত ছিলেন, সেই কর্ণ) এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধাদের সহিত সকলেই—

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি

দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু

সংদৃশ্যন্তে চুর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।।২৭।।

দ্রুতবেগে আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখে প্রবেশ করছেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ চূর্ণিতমস্তক হয়ে আপনার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন হয়েছেন দেখছি। তাঁরা কি বেগে প্রবেশ করছেন? এবার তাঁদের বেগের বর্ণনা করলেন—

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

তথা তবামী নরলোকবীরা

বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।।২৮।।

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ (ভীষণ হওয়া সত্ত্বেও) সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে, সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই বীরপুরুষগণ আপনার প্রজ্বলিত মুখে প্রবেশ করছেন। অর্থাৎ তাঁরা নিশ্চয়ই বীরপুরুষ; কিন্তু আপনি সমুদ্রবৎ। আপনার কাছে তাঁদের বল তুচ্ছ। তাঁরা কেন এবং কিভাবে প্রবেশ করছেন? এরজন্য উদাহরণ প্রস্তুত করলেন—

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।২৯।।

যেমন পতঙ্গ নষ্ট হবার জন্যই প্রজ্বলিত অগ্নিতে দ্রুতবেগে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই সমস্ত প্রাণীও নিজের বিনাশের জন্য আপনার মুখসমূহে প্রবলবেগে প্রবেশ করছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।

তেজোভিরাপূর্য জগৎসমগ্রং

ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০।।

আপনি আপনার প্রজ্বলিত মুখসমূহদ্বারা সেই সকল লোককে গ্রাস করে লেহন করছেন, তাদের আস্বাদন করছেন। হে ব্যাপ্ত পরমাত্মা! আপনার উগ্র প্রকাশ সমগ্র জগৎকে তেজোরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত করে সন্তপ্ত করছে। এর তাৎপর্য এই যে, আগে আসুরী সম্পদ্ পরমতত্ত্বে বিলীন হয়, তারপর দৈবী সম্পদের প্রয়োজন থাকে না সেইজন্য দৈবী সম্পদ্ও সেই স্বরূপে বিলীন হয়ে যায়। অর্জুন দেখলেন যে, কৌরব পক্ষ, তদনন্তর তাঁর পক্ষের যোদ্ধাগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো

নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং

ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১।।

আমাকে বলুন যে এই উগ্রমূর্তি আপনি কে? হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হোন। আদিস্বরূপ! আমি আপনাকে উত্তমরূপে জানতে ইচ্ছা করি (যেমন, আপনি কে? আপনি কি করতে চান?); কারণ আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রচেষ্টাগুলি বুঝতে পারছি না। এর পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎপ্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২।।

অর্জুন! আমি লোকবিনাশকারী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাল এবং বর্তমানে লোক সকল সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। প্রতিপক্ষের সেনাতে যে যোদ্ধাগণ আছেন, তাঁরা তোমা বিনাও থাকবেন না, তাঁরা জীবিত থাকবেন না সেইজন্য আমি প্রবৃত্ত হয়েছি।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রুন্ ভূঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।৩৩।।

অতএব অর্জুন! তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও, যশলাভ কর। শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্যভোগ কর। এই সমস্ত বীর আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে। সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

প্রায় সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সেই পরমাত্মা স্বয়ং কিছু করেন না, কারও দ্বারা করানও না, যোগাযোগ করিয়েও দেন না। মোহাবৃত্ত বুদ্ধির জন্যই লোকে বলে যে, পরমাত্মা করান; কিন্তু এখানে তিনি স্বয়ং তালঠুকে দৃঢ়স্বরে বললেন– অর্জুন! কর্তা-ধর্তা আমি। আমার দ্বারা এই সমস্ত বীর পূর্বেই নিহত হয়েছেন। তুমি দাঁড়িয়ে থেকে কেবল যশলাভ কর। এইরূপ এইজন্যে- **'সো কেবল ভগতহ্ন হিত লাগী।'** অর্জুন সেই অবস্থা লাভ করেছিলেন যখন ভগবান স্বয়ং সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। অনুরাগই অর্জুন। অনুরাগীর জন্য ভগবান সর্বদা সহায়করূপে এগিয়ে যান, তাঁদের কর্তা, রথী হয়ে যান।

এখানে গীতায় তৃতীয়বার সাম্রাজ্যের প্রকরণ এসেছে। পূর্বে অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন যে, পৃথিবীর ধন-ধান্যসম্পন্ন নিষ্কন্টক সাম্রাজ্য এবং দেবতাগণের স্বামীত্ব অথবা ত্রৈলোক্যের রাজ্যেও আমি সেই উপায়

দেখছি না, যা' আমার ইন্দ্রিয়সমূহের বিষন্নতা দূর করতে পারে। যখন ব্যাকুলতা দূর হবে না, তখন তাতে আমার প্রয়োজন নেই। যোগেশ্বর বললেন– এই যুদ্ধে পরাজিত হলে দেবত্ব এবং জয়লাভ করলে মহামহিম স্থিতি লাভ করবে এবং এখানে একাদশ অধ্যায়ে বলছেন যে এই শত্রুগণ আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, যশলাভ কর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। পুনরায় সেই একই কথা বলছেন, যে বিষয়ে অর্জুন শঙ্কিত, স্থিতিই যা' লাভ করে তিনি নিজের শোক নিবারণের কোন উপায় দেখছেন না, অন্তরে সক্রিয় তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ কি সেই রাজ্যই প্রদান করবেন? না, বস্তুতঃ সমস্ত বিকার শান্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে যে পরমাত্মস্বরূপে বাস্তবিক সমৃদ্ধি, যা' স্থির সম্পত্তি। যা' কখনও বিনাশ হয় না, এই হ'ল রাজযোগের পরিণাম।

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪।।

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য বহু যোদ্ধাকে আমি পূর্বেই নিহত করেছি, সেই বীর যোদ্ধাগণকে তুমি বধ কর। ভীত হয়ো না। তুমি যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করবে অতএব যুদ্ধ কর। এখানেও যোগেশ্বর বললেন যে আমার দ্বারা নিহত হয়েছে, সেই মৃতদেরই তুমি বধ কর। স্পষ্ট করলেন যে, আমি কর্তা, যদিও পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩-১৪ এবং ১৫শে শ্লোকে তিনি বলেছিলেন যে ভগবান অকর্তা। অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে শুভ অথবা অশুভ প্রত্যেক কার্য সম্পন্ন হওয়ার পিছনে পাঁচটি মাধ্যম কাজ করে–অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব। যাঁরা বলেন কৈবল্য স্বরূপ পরমাত্মা প্রদান করেন, তাঁরা অবিবেকী, যথার্থ জানেন না অর্থাৎ পরমাত্মা করেন না, এইরূপ বিরোধাভাস কেন?

বস্তুতঃ প্রকৃতি এবং সেই পরমাত্ম-পুরুসের মাঝে একটা সীমারেখা আছে। যতক্ষণপর্যন্ত প্রকৃতির পরমাণুগুলির প্রভাব বেশী থাকে ততক্ষণ মায়া প্রেরণা প্রদান করে এবং যখন সাধক তার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, ঈশ্বর, ইষ্ট অথবা সদ্‌গুরুর কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন থেকে সদ্‌গুরু ইষ্ট (একথা স্মরণীয় যে, প্রেরকের জায়গায় সদ্‌গুরু, আত্মা, পরমাত্মা, ইষ্ট, ভগবান পর্যায়ভুক্ত। যা' কিছু বলুন, ভগবানই

বলেন।) হৃদয়ে রথী হয়ে যান, অন্তরে সক্রিয় হয়ে সেই অনুরাগী সাধকের পথ-সঞ্চালন করেন।

পূজ্য মহারাজজী বলতেন— "হো, যে পরমাত্মার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে আছে, আমরা যে স্তরে দাঁড়িয়ে, যতক্ষণ সেই স্তরে নেমে এসে আত্মা থেকে জাগ্রত না হয়ে যান ততক্ষণ সঠিক সাধনের আরম্ভই হয় না। তারপর সাধকদ্বারা যা' কিছু সম্ভব হয়, সব তাঁরই কৃপা। সাধক নিমিত্ত মাত্র হয়ে তাঁর সঙ্কেত ও আদেশ অনুযায়ী চলতে থাকেন শুধু। সাধক যে জয়লাভ করেন তা'ও তাঁর কৃপা। এইরূপ অনুরাগীর জন্য ইষ্ট নিজের দৃষ্টিতে দেখেন, দেখিয়ে দেন এবং নিজের স্বরূপপর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান।" একথাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আমার দ্বারা নিহত এই শত্রুদের বধ কর। নিঃসন্দেহে তুমি জয়লাভ করবে, আমি যে দাঁড়িয়ে।

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।৩৫।।

সঞ্জয় বললেন— (যা' কিছু অর্জুন দর্শন করেছেন, সেইরূপ সঞ্জয়ও দর্শন করেছেন। অজ্ঞানাবৃত মনই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র; কিন্তু এইরূপ মনও সংযমের মাধ্যমে উত্তমরূপে দেখে, শোনে ও বোঝে।) কেশবের উপর্যুক্ত এই কথা শুনে কিরীটধারী অর্জুন ভীত হয়ে কম্পিত দেহে করজোড়ে প্রণামপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার গদ্গদ ভাবে বললেন—

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।৩৬।।

হে অন্তর্যামী হৃষীকেশ! এটা যুক্তিযুক্ত যে আপনার কীর্তিতে সংসার আনন্দিত হয় এবং অনুরাগী হয়। আপনার মহিমাতে ভীত হয়ে রাক্ষসগণ নানাদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ আপনার মহিমা দেখে আপনাকে নমস্কার করেন।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ।।৩৭।।

হে মহাত্মন্! ব্রহ্মারও আদিকর্তা সকলের শ্রেষ্ঠ আপনাকে সকলে কেন নমস্কার করবেন না; কারণ হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! সৎ, অসৎ এবং উভয়ের অতীত যে অক্ষর অর্থাৎ অক্ষয় স্বরূপ তা আপনি। অর্জুন এই অক্ষয় স্বরূপের দর্শন করেছিলেন। কেবল বৌদ্ধিক স্তরে কল্পনা করলে অথবা স্বীকার করে নিলেই এইরূপ অক্ষয়স্থিতি লাভ হয় না। অর্জুনের প্রত্যক্ষ দর্শন তাঁর আন্তরিক অনুভূতি। তিনি সবিনয়ে বললেন—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।৩৮।।

আপনি আদিদেব এবং সনাতন পুরুষ। আপনি এই জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা, জানবার যোগ্য এবং পরমধাম। হে অনন্তস্বরূপ! আপনিই এই সম্পূর্ণ জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আপনি সর্বত্র বিরাজমান।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।৩৯।।

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও পিতা। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি। আবার আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্য নমস্কার করে অর্জুনের তৃপ্তি হচ্ছে না। তিনি বলছেন–

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে

নমোহস্তু তে সর্বত এব সর্ব।

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং

সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ।।৪০।।

হে অত্যন্ত সামর্থ্যবান্! আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করছি, আপনাকে পশ্চাতে নমস্কার করছি। হে সর্বাত্মন্! আপনাকে সকলদিক্ থেকেই নমস্কার করছি; কারণ হে অসীম পরাক্রমশালী! আপনি সকলদিক্ থেকে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে স্থিত, সেইজন্য আপনিই সর্বরূপ এবং সর্বত্র বিরাজমান। এইরূপ বারংবার নমস্কার করে ভীত অর্জুন নিজের সমস্তভুলের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করছেন–

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎপ্রণয়েন বাপি।।৪১।।

আপনার এই প্রভাব না জেনে আপনাকে সখা, মিত্র ভেবে প্রেম অথবা প্রমাদহেতু হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! এইরূপ সবিনয়ে সম্বোধন করে যা' বলেছি। এবং–

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।।৪২।।

হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, আসন এবং ভোজনাদিতে একাকী অথবা বন্ধুজন সমক্ষে আপনাকে যে অসম্মান করেছি, সেই সমস্ত অপরাধ অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত আপনার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করছি। কিভাবে ক্ষমা করবেন?–

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।৪৩।।

আপনি এই চরাচর জগতের পিতা, গুরুর থেকেও শ্রেষ্ঠ গুরু এবং পূজ্য। যাঁর কোন প্রতিমা নেই, এইরূপ অপ্রতিম প্রভাবশালিন্! আপনার সমান ত্রিলোকে আর কেউ নেই, তাহলে বেশী কি করে হবে? আপনি সখাও নন, সমকক্ষ যে জন, সেই সখা হয়।

তস্মাৎপ্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।।৪৪।।

আপনি চরাচরের পিতা, সেইজন্য আমি আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, স্তুতির যোগ্য ঈশ্বর আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। হে দেব! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন প্রিয়া স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কি অপরাধ করে ছিলেন? কখনও হে যাদব! হে সখা! হে কৃষ্ণ! বলেছিলেন। সকলের সামনে বলেছিলেন অথবা একাকী বলেছিলেন। ভোজনের সময় অথবা শয়নকালে বলেছিলেন। কৃষ্ণ বলা কি অপরাধ? কালো ছিলেনই, গৌর কিরূপে কেউ বলতেন? যাদব বলাও অপরাধ হয়নি; কারণ তাঁর জন্ম তো যদুবংশে হয়েছিল। সখা বলাও অপরাধের কিছু নয়; কারণ শ্রীকৃষ্ণও নিজেকে অর্জুনের সখা বলে মনে করতেন। কৃষ্ণ বলা যখন অপরাধ, একবার কৃষ্ণ বলেছিলেন সেইজন্য অর্জুন অনন্তবার ক্ষমা-প্রার্থনা করছেন, তাহলে কোন নাম জপ করা হবে? কোন নাম নেবেন?

বস্তুতঃ চিন্তনের যে বিধান যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন, আপনি সেই ভাবেই করুন। পূর্বে তিনি বলেছেন '**ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।**'- অর্জুন! 'ওঁ' এই হল অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, তুমি এর জপ এবং ধ্যান আমার কর; কারণ সেই পরমভাব-এ স্থিতি লাভ করার পর সেই মহাপুরুষের নামও তাই, যা' সেই অব্যক্তের পরিচায়ক। প্রভাব দর্শনের পরে অর্জুন অনুভব করলেন যে–ইনি কালোও নন, গৌরও নন, সখাও নন, যাদবও নন, ইনি অক্ষয় ব্রহ্মের স্থিতিপ্রাপ্ত মহাত্মা।

সম্পূর্ণ গীতায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সাতবার 'ওঁ' জপ করবার উপর জোর দিয়েছেন। আপনি যদি জপ করতে চান, তাহলে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ না বলে 'ওঁ' জপ করুন। প্রায়ই ভাবুকেরা কোন না কোন পথ খুঁজে নেন। কেউ কেউ 'ওঁ' জপ করার অধিকার-অনাধিকারের চর্চায় ভীত, কেউ মহাত্মাদের দোহাই দেন, অনেকে কেবল কৃষ্ণই নয়, তাঁর নামের আগে রাধা, গোপীদের নামও তাঁর শীঘ্র প্রসন্নতার লোভে জপ করেন। পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, সেইজন্য তাদের এইরূপ জপ ভাবুকতা মাত্র। যদি আপনি সত্য সত্যই ভক্ত, তাহলে তাঁর আদেশ-পালন করুন। তিনি অব্যক্তে স্থিত হলেও আজ তাঁকে তো আপনি কাছে পাচ্ছেন না কিন্তু তাঁর বাণী তো আপনার কাছে আছে। তাঁর আজ্ঞা-পালন করুন, অন্যথা ভেবে দেখুন গীতাশাস্ত্রে আপনার স্থান কি? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই যে "**অধ্যেষ্যতে চ য ইমং শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।**" যিনি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন, তিনি জ্ঞান এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে অবগত হন, শুভ লোক লাভ করেন। অতএব অধ্যয়ন নিশ্চয় করুন।

প্রাণ-অপান-এর চিন্তনে 'কৃষ্ণ' নামের ক্রম ধরা পড়ে না। অনেকে ভাবপ্রবণ হওয়ার জন্য 'রাধে-রাধে' বলা আরম্ভ করেছেন। আজকাল অধিকারীদের দিয়ে কার্যসিদ্ধি না হলে পরে অধিকারী মহাশয়ের আত্মীয় স্বজনদ্বারা, প্রেমিকা অথবা পত্নী সম্পর্কের সূত্রধরে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চলেছে। তাই লোকে চিন্তা করে যে বোধ হয় ভগবানের ঘরের ব্যবস্থাও এইরূপ, অতএব তাঁরা 'কৃষ্ণ' বলা বন্ধ করে 'রাধে-রাধে' বলা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'রাধে রাধে! শ্যাম মিলা দে'। যে রাধার শ্যামের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর, দ্বিতীয়বার শ্যামের সঙ্গে মিলন হয়নি, সেই রাধা আপনার সঙ্গে শ্যামের মিলন কি করে করিয়ে দেবে? অতএব অন্য কারও কথা না শুনে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ আপনি পালন করুন, জপ করুন ওঁ।

এটা ঠিক যে রাধা আমাদের আদর্শ, ততটাই শ্রদ্ধা ও সমর্পণের সঙ্গে আমাদেরও প্রবৃত্ত হতে হবে। যদি আপনি ঈশ্বর লাভের ইচ্ছুক, তাহলে রাধার মত বিরহী হতে হবে।

পরেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ' বলে সম্বোধন করেছেন। 'কৃষ্ণ' তাঁর প্রচলিত নাম ছিল। এইরূপ কয়েকটাই নাম ছিল, যেমন 'গোপাল'। অনেক সাধক গুরু-গুরু অথবা গুরুর প্রচলিত নাম ভাবুকতাবশতঃ জপ করতে চান; কিন্তু প্রাপ্তির পর প্রত্যেক মহাপুরুষের সেই এক নাম, যে অব্যক্তে তিনি স্থিত। অনেক শিষ্য জিজ্ঞাসা করে- "গুরুদেব! ধ্যান যখন আপনার করব, তখন পুরোনো নাম 'ওঁ' ইত্যাদি কেন জপ করব, 'গুরু-গুরু' অথবা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কেন জপ করব না।" কিন্তু এখানে যোগেশ্বর স্পষ্ট করলেন যে, অব্যক্ত স্বরূপে বিলয়ের পর মহাপুরুষেরও সেই একই নাম হয়, যাতে তিনি স্থিত হন। 'কৃষ্ণ' সম্বোধন ছিল, জপ করার নাম ছিল না।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন, তাঁকে স্বাভাবিকরূপ ধারণ করবার জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজী হলেন, সহজরূপ ধারণ অর্থাৎ তাঁকে ক্ষমা করলেন। অর্জুন নিবেদন করলেন–

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।৪৫।।

এখনও পর্যন্ত অর্জুনের সমক্ষে যোগেশ্বর বিশ্বরূপে দাঁড়িয়ে। সেইজন্য অর্জুন বলছেন যে, যা' পূর্বে আমি দেখিনি, আপনার সেই আশ্চর্যময় রূপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি এবং আমার মন ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলও হয়েছে। আগে সখা বলে মনে করতেন, ধনুর্বিদ্যায় নিজেকে শ্রেষ্ঠই মনে করতেন; কিন্তু এখন প্রভাব দেখে ভয় হয়েছে। পূর্ব অধ্যায়ে প্রভাব শুনে তিনি নিজেকে জ্ঞানী বলেই ভেবেছিলেন। জ্ঞানী কোথাও ভয় পান না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রভাব বিলক্ষণ হয়। সবকিছু শোনা ও স্বীকার করার পরও সেই পথে চলে সমস্ত জানা বাকী থাকে। তিনি বলছেন–যা' পূর্বে দেখিনি, আপনার সেইরূপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমার

মন ভয়ে ব্যাকুল হয়েছে। অতএব হে দেব! আপনি প্রসন্ন হোন। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি আপনার সেইরূপই আমাকে দেখান। কোন রূপ?–

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভূজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।।৪৬।।

আমি আপনাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট, গদা ও চক্রধারীরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। সেইজন্য হে বিশ্বরূপে! হে সহস্রবাহু! আপনি আপনার সেই চতুর্ভুজ স্বরূপ ধারণ করুন। কিরূপে দেখতে চাইলেন? চতুর্ভুজরূপে। এখন দেখতে হয় যে চতুর্ভুজ রূপটি কি?

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং

যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্।।৪৭।।

অর্জুনের এইরূপ প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন– অর্জুন! আমি অনুগ্রহপূর্বক স্বীয় যোগশক্তির প্রভাবে আমার পরম তেজোময়, সকলের আদি এবং অন্তশূণ্য বিশ্বরূপ তোমাকে দেখালাম, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ পূর্বে এই রূপ দর্শন করে নি।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-

র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।।৪৮।।

অর্জুন! এই মনুষ্যলোকে বেদদ্বারা, যজ্ঞদ্বারা, অধ্যয়নদ্বারা, ক্রিয়াদ্বারা বা কঠোর তপস্যাদ্বারাও আমার এই বিশ্বরূপ তোমা ভিন্ন কেউ দর্শন করতে পারে নি

অর্থাৎ তোমা ভিন্ন অন্য কেউ এইরূপ দর্শন করতে পারবে না। তাহলে গীতাশাস্ত্র আপনার জন্য নয়। ভগবদ্দর্শনের যোগ্যতাও অর্জুন পর্যন্তই সীমিত থেকে গেল, কিন্তু পূর্বে বলেছেন যে, অর্জুন! রাগ, ভয় এবং ক্রোধরহিত হয়ে অনন্যভাবে আমার শরণাগত বহুলোক জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ লাভ করেছেন। এখানে বলছেন–তুমি ভিন্ন অন্য কেউ দর্শন করেনি এবং ভবিষ্যতেও অন্য কেউ দর্শন করতে সমর্থ হবে না। অতএব অর্জুন কে? কোন পিণ্ডধারী কি? কোন দেহধারী? না; বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন। অনুরাগরহিত পুরুষ কখনও দর্শন পাননি এবং ভবিষ্যতেও দর্শন পাবেন না। সর্বদিক্ থেকে চিত্তকে সংযত করে একমাত্র ইষ্টের অনুরূপ রাগই অনুরাগ। অনুরাগের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তির বিধান।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।।৪৯।।

এই প্রকার আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তুমি ব্যাকুল ও বিমূঢ় হয়ো না, অন্যথা ভীত হয়ে পৃথক হয়ে যাবে। এখন তুমি ভয়ত্যাগ করে প্রসন্নচিত্তে আমার এইরূপ অর্থাৎ চতুর্ভুজরূপ পুনরায় দর্শন কর।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।।৫০।।

সঞ্জয় বললেন– সর্বত্র বাস করেন যিনি, সেই বাসুদেব অর্জুনকে এইরূপ বলে পুনরায় নিজের সেইরূপ তাঁকে দেখালেন। পুনরায় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ 'সৌম্যবপুঃ' অর্থাৎ প্রসন্ন হয়ে ভীত অর্জুনকে ধৈর্য প্রদান করলেন। অর্জুন বললেন–

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।৫১।।

জনার্দন! আপনার এই অত্যন্ত শান্ত মানুষরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম। অর্জুন বলেছিলেন– ভগবন্! এখন আপনি আমাকে সেই চতুর্ভুজ স্বরূপের দর্শন করান। যোগেশ্বর দর্শন করিয়েছিলেন; কিন্তু অর্জুন কি দেখতে পেয়েছিলেন? **'মানুষং রূপং'**- মানুষরূপে দেখেছিলেন। বস্তুতঃ প্রাপ্তির পর মহাপুরুষকেই চতুর্ভুজ ও অনন্তভুজ বলা হয়। দুই বাহুবিশিষ্ট মহাপুরুষ তো অনুরাগীর সম্মুখে আছেনই; কিন্তু অন্য কোন স্থান থেকে যদি কেউ স্মরণ করেন তখন সেই স্মরণকর্তার অন্তরে সক্রিয় হয়ে (রথী হয়ে) তাঁরও মার্গদর্শন করেন। 'বাহু' কার্যের প্রতীক। তিনি অন্তরেও কার্য করেন এবং বাহিরেও, এই হ'ল চতুর্ভুজ স্বরূপ। তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ক্রমশঃ বাস্তবিক লক্ষ্যঘোষ, সাধন-চক্র-এর প্রবর্তন, ইন্দ্রিয়সমূহের দমন এবং নির্মল-নির্লিপ্ত কার্য-ক্ষমতার প্রতীক মাত্র। এই কারণেই চতুর্ভুজরূপে তাঁকে দর্শন করেও অর্জুন তাঁকে মানুষ রূপেই দেখতে পেলেন। মহাপুরুষের দেহ এবং স্বরূপের মাধ্যমে কার্য করার বিধি-বিশেষের নাম চতুর্ভুজ। কোন চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন না।

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।৫২।।

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বললেন– অর্জুন! আমার এই রূপদর্শন করা অতিদুর্লভ, যেইরূপ তুমি দেখলে; কারণ দেবতাগণও সদা এইরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। বস্তুতঃ সকলেই মহাপুরুষ চিনতে পারে না। 'পূজ্য সৎসঙ্গী মহারাজ' অন্তঃপ্রেরণাযুক্ত পূর্ণ মহাপুরুষ ছিলেন; কিন্তু লোকে তাঁকে পাগল বলে মনে করত। কোন কোন পুণ্যাত্মার প্রতি আকাশবাণী হয়েছিল যে, ইনি সদ্গুরু; কেবল সেই পুণ্যাত্মাগণ তাঁর স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং স্বরূপ লাভ করে পরমগতি লাভ করেছিলেন। সেই

কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যাঁদের হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্ জাগ্রত, সেই দেবতাগণও সদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। তাহলে যজ্ঞ, দান অথবা বেদাধ্যয়ন দ্বারা আপনার দর্শন কি সম্ভব? সেই মহাত্মা বলছেন–

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।৫৩।।

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করলে সেইরূপ বেদ, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞদ্বারা দর্শন করা যায় না। তাহলে আপনার দর্শনের কি কোন উপায় নেই? সেই মহাত্মা বলছেন, এক উপায়ে সম্ভব–

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।।৫৪।।

হে শ্রেষ্ঠ তপস্বী অর্জুন! অনন্য ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ আমা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার স্মরণ না করে, অনন্য শ্রদ্ধাদ্বারা আমি এইরূপ প্রত্যক্ষ করতে, তত্ত্বতঃ জানার জন্য এবং প্রবেশের জন্যও সুলভ অর্থাৎ তাঁকে লাভ করার একমাত্র সুগম মাধ্যম অনন্য ভক্তি। শেষে জ্ঞানও অনন্যভক্তিতে পরিণত হয়। (যা' সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।) পূর্বে তিনি বলেছেন যে, তুমি ভিন্ন কেউ দর্শন করেনি এবং দর্শন করবে না; কিন্তু এখানে বলছেন, অনন্যভক্তি শুধু কেবল প্রত্যক্ষ করা নয়, বরং সাক্ষাৎ জানা এবং আমাতে বিলীন হওয়াও সম্ভব, অর্থাৎ অর্জুন অনন্যভক্তের নাম, অবস্থা-বিশেষের নাম। অনুরাগই অর্জুন। শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।৫৫।।

হে অর্জুন! যে পুরুষ আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম অর্থাৎ নিয়ত কর্ম যজ্ঞার্থ কর্ম করেন, '**মৎপরমঃ**'- মৎপরায়ণ কর্মকারী, যিনি আমার অনন্যভক্ত, কিন্তু '**সঙ্গবর্জিতঃ**'- সঙ্গদোষ থাকলে সেই কর্ম হয় না। অতএব সঙ্গদোস মুক্ত '**নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু**'- সর্বভূতের প্রতি বৈরভাববিহীন যিনি, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

তাহলে কি অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন? প্রতিজ্ঞা করে তিনি কি জয়দ্রথাদিকে বধ করেছিলেন? যদি তাদের বধ করে থাকতেন তাহলে ভগবানের দর্শন পেতেন না; পরন্তু অর্জুন দর্শন করেছিলেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও বাহ্য যুদ্ধের সমর্থন করে না। যিনি নির্দিষ্ট কর্ম যজ্ঞের প্রক্রিয়ার আচরণ করেন, অনন্যভাবে তাঁকে ভিন্ন অন্যের স্মরণপর্যন্ত করেন না, সঙ্গদোষ থেকে পৃথক্ বাস করেন, তাহলে সেই ব্যক্তি যুদ্ধ কিরূপে করবেন? যখন আপনার সঙ্গে কেউ নেই, তখন আপনি যুদ্ধ কার সঙ্গে করবেন? সর্বভূতের প্রতি বৈরভাববিহীন যিনি, কাউকে কষ্ট দেওয়ার কল্পনাপর্যন্ত করেন না, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন- তাহলে কি অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন? না।

বস্তুতঃ সঙ্গদোষ থেকে পৃথক বাস করে আপনি যখন অনন্য চিন্তনে প্রবৃত্ত হবেন, নির্ধারিত যজ্ঞের ক্রিয়ায় নিযুক্ত হবেন, সেই সময় পরিপন্থী রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দুর্জয় শত্রু বাধারূপে আক্রমণ করবে। তাদের অতিক্রম করে যাওয়াই যুদ্ধ।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন বলেছিলেন– ভগবন্! আপনার বিভূতি সকল আমি বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করলাম, যার দ্বারা আমার মোহনাশ হয়েছে, অজ্ঞান দূর হয়েছে; কিন্তু যেরূপ আপনি বললেন যে, সর্বত্র আমি, তা' আমি প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি। যদি আমি সেইরূপ দেখার যোগ্য, তাহলে কৃপা করে আমাকে সেই স্বরূপ দেখান। অর্জুন প্রিয়সখা, অনন্য সেবক ছিলেন, সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রতিবাদ না করে সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে আরম্ভ করলেন, বললেন– এখন আমাতে স্থিত সপ্তর্ষি এবং তাঁদেরও পূর্বকালীন ঋষিগণকে দেখ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে দেখ। সর্বত্র বিস্তারিত আমার তেজ দেখ। আমার দেহমধ্যে অবস্থিত তুমি বিশ্ব চরাচর দেখ; কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পেলেন না। এই প্রকার যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দু-তিনটি শ্লোকপর্যন্ত অনবচ্ছিন্ন দেখিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পাননি। সমস্ত বিভূতি যোগেশ্বরের মধ্যে সেই সময়ও ছিল; কিন্তু অর্জুন তাঁকে সামান্য ব্যক্তির মতই দেখতে পাচ্ছিলেন, এইরূপ দেখাতে দেখাতে সহসা

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ থেমে গিয়ে, বলেছিলেন– অর্জুন! এই চোখে তুমি আমাকে দর্শন করতে সমর্থ হবে না। নিজবুদ্ধিদ্বারা আমাকে পরখ করতে পারবে না। এখন আমি তোমাকে সেই দৃষ্টি প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি আমার দর্শন করতে সমর্থ হবে। ভগবান তো সম্মুখে ছিলেনই। অর্জুন দর্শন করলেন, বাস্তবে দর্শন করলেন। দর্শন করে ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করতে লাগলেন, যা' বাস্তবে ত্রুটি ছিল না। উদাহরণস্বরূপ– ভগবন্! আমি কখনও আপনাকেও কৃষ্ণ, যাদব এবং কখনও সখা বলে সম্বোধন করেছি, এই সমস্ত ত্রুটির জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি ক্ষমাও করলেন; কারণ অর্জুনের প্রার্থনা স্বীকার করে তিনি সৌম্যস্বরূপ ধারণ করলেন, ধৈর্য প্রদান করলেন।

বস্তুতঃ কৃষ্ণ বলা অপরাধ ছিল না। তিনি শ্যামবর্ণের ছিলেনই, গৌর কি করে কেউ বলত? যদুবংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজেকে অর্জুনের সখা বলে মনে করতেন। বাস্তবে প্রত্যেক সাধক 'মহাপুরুষ'কে শুরুতে এই রূপই মনে করেন। কিছু লোক তাঁদের রূপ ও আকার অনুসারে, কিছু লোক তাঁদের বৃত্তি অনুসারে সম্বোধন করেন এবং কিছু তাঁদেরকে নিজের সমকক্ষ বলে মনে করেন, তাঁদের যথার্থস্বরূপ বুঝতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য স্বরূপ যখন অর্জুন দেখলেন তখন অনুভব করলেন যে, ইনি কালোও নন, গৌরও নন, কোন কুলেরও নন এবং কারও সঙ্গী, সাথীও নন। এঁর সমান কেউ নয়, তাহলে সখা বা সমান কি করে হবেন? এই স্বরূপ অচিন্ত্য। যাঁকে ইনি দেখিয়ে দেন, তিনিই দেখতে সমর্থ হন। সেইজন্য অর্জুন নিজের প্রারম্ভিক সমস্তভুলের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন।

এখন প্রশ্ন যে, কৃষ্ণ বলা যদি অপরাধ, তবে তাঁর কোন্ নাম জপ করা হবে? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যা' জপ করার জন্য জোর দিয়েছেন, জপের যে বিধি বলেছেন, সেই বিধি অনুসারেই আপনি চিন্তন-স্মরণ করুন। তা' হল– '**ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।**'– 'ওঁ' অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক। '**ও অহম্ স ওম্**'– যা' ব্যাপ্ত চতুর্দিকে, সেই সত্তা আমাতেও বিদ্যমান, এই হ'ল 'ওঁ'-এর অর্থ। আপনি এর জপ এবং ধ্যান আমার করুন। রূপ নিজের এবং নাম 'ওঁ' বললেন।

অর্জুন চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করতে প্রার্থনা করলেন। সেই সৌম্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করলেন। অর্জুন বললেন– ভগবন্! আপনার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখে

আমি এখন প্রকৃতিস্থ হলাম। দেখতে চেয়েছিলেন চতুর্ভুজরূপ, দেখালেন 'মানুষং রূপং'। বাস্তবে যিনি শাশ্বতে স্থিত সেই যোগীর দেহটা দেখা যায় বহু লোকের মাঝে বসে; কিন্তু যেখান থেকেই কোন ভক্ত অন্তর থেকে তাঁকে স্মরণ করেন, সেখানেই তাঁদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে একসঙ্গে সর্বত্র প্রেরকরূপে কাজ করেন। তাঁদের কার্যের প্রতীক বাহু, এই হল চতুর্ভুজের তাৎপর্য।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন– অর্জুন! তুমি ভিন্ন কেউ এই রূপদর্শন করেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ দর্শন করতে সমর্থ হবে না। তাহলে কি গীতাশাস্ত্র আমাদের জন্য নয়? তা নয়, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– একটা উপায় আছে। যিনি আমার অনন্য ভক্ত, অন্য কারও স্মরণ না করে যিনি নিরন্তর আমারই চিন্তন করেন, তাঁর অনন্য ভক্তির বলে আমি প্রত্যক্ষ করার (যে রূপ তুমি দেখলে), তত্ত্বতঃ জানার এবং স্থিত হবার জন্য সুলভ। অর্থাৎ অর্জুন অনন্য ভক্ত ছিলেন। ভক্তির পরিমার্জিত রূপ অনুরাগ, ইষ্টের অনুরূপ নিষ্ঠা। '**মিলহিঁ ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা।**'– অনুরাগরহিত পুরুষ কখনও লাভ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। অনুরাগী না হলে, কেউ লক্ষ যোগ করুক, জপ, তপস্যা অথবা দান করুক 'তাঁকে' লাভ করে না। অতএব ইষ্টের অনুরূপ রাগ অথবা অনন্য ভক্তি নিতান্ত আবশ্যক।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন! আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম কর, আমার অনন্যভক্ত, আমার শরণাগত হয়ে কর, কিন্তু সঙ্গদোষ থেকে পৃথক অবস্থান করবে। সঙ্গদোষ থাকলে এই কর্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব এই কর্ম সম্পাদনের পথে সঙ্গদোষ বাধকের কাজ করে। যিনি বৈরভাবরহিত, তিনি আমাকে লাভ করেন। যেখানে সঙ্গদোষ নেই, যেখানে আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই, বৈরভাবের সঙ্কল্প নেই, সেই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ কি রূপে সম্ভব? সংসারে লড়াই-ঝগড়া হতেই থাকে; কিন্তু যাঁরা এই সাংসারিক যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাঁরাও বাস্তবিক বিজয়লাভ করেন না। দুর্জয় সংসাররূপ শত্রুকে অসঙ্গতরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করে 'পরম-এ' স্থিতিলাভ করাই বাস্তবিক বিজয়, এর পর পরাজয় নেই।

বর্তমান অধ্যায়ে প্রথমে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দৃষ্টি প্রদান করলেন, তারপর নিজের বিশ্বরূপের দর্শন করিয়েছিলেন। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎযু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'বিশ্বরূপদর্শনযোগো' নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।।১১।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ' নামক একাদশ অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'বিশ্বরূপদর্শনযোগো' নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।।১১।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ' নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।